তারিখ ... 23 FEB 2009 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ......

দৈনিক
[illegible]

গত তিন প্রজন্মে হারিয়ে গেছে ২২০টি ভাষা

ইউনেস্কোর প্রকাশিত ভাষার মানচিত্রে বিশ্বের আড়াই হাজার ভাষা বিপন্ন

ইন্টারনেট : পুরনো শতকের মহান কবির একটি কবিতা অসমাপ্ত ছিল। একালের কবি চাইছেন সেটা সম্পূর্ণ করতে। কিন্তু শব্দ খুঁজে পাচ্ছেন না। শেষমেষ তিনি বেরিয়ে পড়লেন হারিয়ে যাওয়া শব্দের খোঁজে। নানা ধরনের মানুষের কাছে খুঁজ-পেতে কিনতে লাগলেন একেকটি শব্দ।

একটি বিখ্যাত চলচ্চিত্রের এই কাহিনী চেনা লাগতে পারে অনেকেরই। তবে হারিয়ে যাওয়া ভাষা, হারিয়ে যেতে বসা শব্দের মহামারী কতটা গ্রাস করেছে এই পৃথিবীকে, সেটা মাউস ক্লিক করলেই জানা যেতে পারে এখন।

এ বছর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের দু'দিন আগেই ইউনেস্কো প্রকাশ করেছে 'বিপন্ন ভাষা'র মানচিত্রের নতুন সংস্করণ। সেখানে দেখা যাচ্ছে, এখন এই মুহূর্তে গোটা দুনিয়ায় মোট ৬০০০ ভাষার মধ্যে ২৫০০-ই 'বিপন্ন'। আর ১৯৬টি 'বিপন্ন' ভাষা নিয়ে তালিকায় সবার আগে ভারত। তার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল, ইন্দোনেশিয়া, মেক্সিকো। ইউনেস্কোর ওয়েবসাইটে এই পাঁচটি দেশের নাম পরপর উল্লেখ করা হয়েছে। তবে ওই দেশগুলোতে ক'টি ভাষা বিপন্ন তালিকায় রয়েছে, সেটা জানা যায়নি।

অস্ট্রেলিয়ার ভাষা বিজ্ঞানী ক্রিস্টোফার মোসলের সম্পাদনায় সারা পৃথিবীর প্রায় ৩০ জন ভাষাতত্ত্ববিদের পরিশ্রমে তৈরী এবারের মানচিত্র। এই প্রথমবার সেটি ইন্টারনেটে প্রকাশিত হয়েছে। এই দলে ভারতের প্রতিনিধি ছিলেন বাঙালি ভাষাতত্ত্ববিদ উদয় নারায়ণ সিংহ। কর্নাটকে 'কেন্দ্রীয় ভাষা সংস্থা'র অধিকর্তা তিনি। বললেন, ভারতের ক্ষেত্রে সঠিক সংখ্যাটা বলা কিন্তু কঠিন। কারণ, ভারতের আদমশুমারিতে কোন্ ভাষা কত জন বলছেন, তার পরিসংখ্যান থাকে না। ফলে ভারতের বিপন্ন ভাষা নিয়ে সরকারের তরফে নির্দিষ্ট কোন তালিকা নেই। ইউনেস্কোর ভাষা-মানচিত্রে বিপন্নতার পাঁচটি স্তর নির্দেশ করা হয়েছে। কালো মানে, পুরোপুরি অবলুপ্ত। লাল, চূড়ান্ত বিপন্ন। কমলা, তথ্যাবহভাবে বিপন্ন। হলুদ, নিশ্চিতভাবে বিপন্ন। সাদা, বিপন্ন ভারতের মানচিত্রে চোখ বোলালে সবরকম রং'ই চোখে পড়ে। রাভা, খাসি, মুন্ডারি, হো (সাদা), কোচ, কুরুক (হলুদ,) পারজি, গড়বা (কমলা), কুই, পেঙ্গো, বীরহোড় (লাল)। শুধু উত্তর-পূর্ব ভারতেই অন্তত ৯টি ভাষা 'কালো'-তালিকাভুক্ত। কিভাবে, কেন বিপন্ন হয় পড়ে কোন ভাষা? একাধিক কারণ আছে। দুভিক্ষে, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিলুপ্ত হয় জনজাতি, বিলুপ্ত হয় ভাষা। সুনামি যেমন আন্দামান-নিকোবরে বহু মানুষের সঙ্গে বহু ভাষাকেও ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে। রাজনৈতিক চাপ প্রান্তিক মানুষের মতো কোণঠাসা করে দেয় ভাষাকে। চর্চার অভাবে ভাষা শুকিয়ে যায়। তবে আজকের দিনে, ইউনেস্কোর পর্যবেক্ষণ, অর্থনৈতিক পালাবদলই ভাষা-মানচিত্র বদলে সবচেয়ে বেশী দায়ী। জীবনধারণের তাগিদে ছোট ছোট ভাষাগোষ্ঠী বৃহত্তের দলে নাম লেখায়। এক জায়গা থেকে সরে যায় অন্যত্র। ভারত বা ব্রাজিলের মতো দেশে এটাই সবচেয়ে বড় কারণ, এই মুহূর্তে। সরকারীভাবে নথিভুক্ত, পাঠ্যক্রমের আওতাভুক্ত এবং বর্ণমালাসম্পন্ন ভাষাগুলো টিকে যাচ্ছে। কিন্তু হিমালয়ের পাদদেশ জুড়ে, বাংলাদেশ-মায়ানমার সীমান্ত অঞ্চল ঘেঁষে, বিভিন্ন প্রত্যন্ত আদিবাসী এলাকায় যে ভাষা মরতে বসেছে, তারা মূলত কথ্য ভাষা।

সারা পৃথিবীতে গত তিন প্রজন্মের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছে ২২০টি ভাষা। ১৯৯টি ভাষা এখনও টিমটিম করে জ্বলছে, যেসব ভাষায় কথা বলা মানুষের সংখ্যা ১০-এরও কম। ডজনখানেকের বেশী ভাষা বেঁচে আছে মাত্র একজন করে মানুষের মধ্যে।